

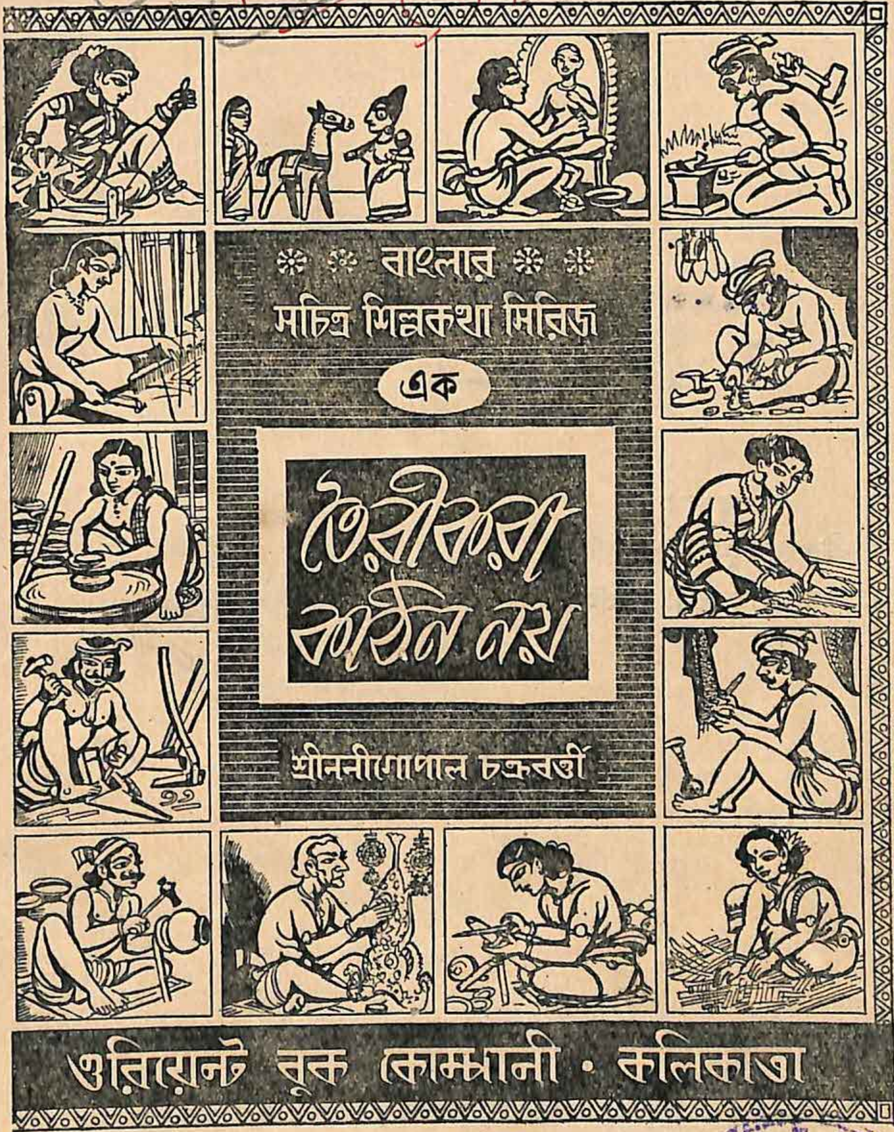
বাংলার
সচিত্র শিল্পকথা সিরিজ

এক

তৈরী করা কঠিন নয়

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী • কলিকাতা



বাংলার
সচিত্র শিল্পকথা সিরিজ
এক

তৈরী করা কঠিন নয়

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী · কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ঃ ১৩৬০
দাম ঃ এক টাকা মাত্র

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিঃ
১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড
কলিকাতা-৬

অনুক্রম

খেলনা ঃ

কাগজের কাজ ঃ

লতা-পাতা ঃ

খেলনা

পুতুল নাচ

পুতুল তৈরী ও পুতুল লইয়া মূক অভিনয় খেলা ছোটদের সৃজনী শক্তির বড় উদ্বোধক। এই খেলার ভিতর দিয়াই তাহারা নিজেদের মনোভাব সব চেয়ে বেশী প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হইবে, এই সামান্য জিনিষের ভিতর কতখানিই বা কল্পনার স্থান আছে! কিন্তু একবার ইহার ভিতর প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে কি ইহাতে নাই? এইসব খেলনা আর পুতুল এত বহুরকমের যে, সেগুলির প্রত্যেকটি বিভিন্ন মনোভাবের ছেলের পক্ষেই চিত্তাকর্ষক। অথচ এইসব পুতুল তৈরী বা অভিনয়ের জন্য বিশেষ কিছু খরচপত্রও নাই।

পুতুল তৈরী ঃ

পুতুল বলিতে আমরা সচরাচর মাটির পুতুলই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু মাটি দিয়া যে পুতুল তৈরী হয়, তাহা লইয়া খেলা ঘরের 'সংসার পাতান' চলে, অভিনয় চলে না। কারণ, মাটির পুতুল ভারী হয়—সূতা দিয়া তাহাকে নাচান কঠিন। তাছাড়া মাটির পুতুল যে কোনও সময়ে ঘা লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

এই জন্য শোলা বা কাগজ দিয়া পুতুল তৈরী করাই সুবিধা। পুতুলের হাত, পা, মাথা প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ লোহার সরু তার দিয়া জুড়িয়া দিতে হয়। পেষ্ট বোর্ড কাটিয়াও পুতুল তৈরী করা যাইতে পারে। 'প্যাপিয়ে ম্যাশে' দিয়া তৈরী পুতুলই সব চাইতে ভাল হয়।

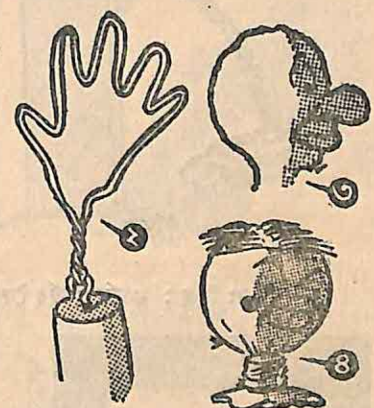
প্যাপিয়ে ম্যাশে ঃ

'প্যাপিয়ে ম্যাশে' তৈরী করিতে কিছু সাদা 'অ্যান্টিক' কি 'ব্লটিং' কাগজ, কিছু সিরিশ বা ময়দার আঠা এবং কিছু 'প্যারিস প্লাষ্টারের' প্রয়োজন হইবে। কাগজ খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া হামানদিস্তায় কি ঢেঁকিতে বেশ করিয়া কুটিয়া লইতে হইবে। তারপর সেগুলি ঐ কাগজের প্রায় তিনগুণ জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া আগুনে ফুটাইয়া লওয়া দরকার। পরে জল হইতে কাগজগুলি ছাঁকিয়া তুলিয়া উহার সহিত অল্প অল্প করিয়া কাগজের চার-পাঁচ গুণ পাতলা এবং গরম আঠা ঘুঁটিয়া ঘুঁটিয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। এর পর প্যারিস প্লাষ্টারের গুঁড়া মিশান দরকার। ঐ কাগজের মণ্ডের আট-নয় গুণ প্যারিস প্লাষ্টার মিশাইতে হইবে। এখানে মনে রাখা দরকার, সিরিশ মিশাইবার পর এক সঙ্গে সবখানি প্যারিস প্লাষ্টার মিশান চলিবে না। ও দুইটি পর পর ক্রমে মিশাইতে হইবে। সিরিশ মিশাইয়া খানিকক্ষণ ঘুঁটিয়া লইয়া পরে প্লাষ্টার দিতে হইবে, খানিক পরে আবার সিরিশ মিশাইতে হইবে। এইভাবে সবখানি সিরিশ ও প্লাষ্টার মিশান হইলে দেখা যাইবে, ঐ জিনিষটি কাদার মত তাল তাল পাকাইয়াছে। ইহাকেই প্যাপিয়ে ম্যাশে বলা হয়। ইহা দ্বারা পুতুল, কাপ-ডিশ, ট্রে ইত্যাদি অনেক কিছু তৈরী করা

যাইতে পারে। উহা সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে না এবং খুব হাল্কাও হইবে। (২, ৩, ৪) বড় বড় পুতুল, মুখোস, বাঘ, কুমীর প্রভৃতি অনেক কিছু এই প্যাপিয়ে ম্যাশে দ্বারা তৈরী করা যাইতে পারে। এই ম্যাশের সহিত আবার বিভিন্ন রং মিশাইয়া জিনিসটাকে আরও সুন্দর করা চলে।



১নং চিত্র : 'প্যাপিয়ে ম্যাশে' দিয়ে তৈরী মুখোস : উপরে মুখোসের চুল পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে



২নং চিত্র : তার দিয়ে তৈরী হাত ; ৩নং চিত্র : 'প্যাপিয়ে ম্যাশে' দিয়ে তৈরী একটি মুখোস ; ৪নং চিত্র : ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী পুতুলের মাথা

(১) 'প্যাপিয়ে ম্যাশে' দিয়া তৈরী মুখোসের মাথায় আঠা দিয়া চুল, কালো সূতা বা কাল কাপড় দিয়াও চুল করিয়া লওয়া যায়।

অভিনয় :

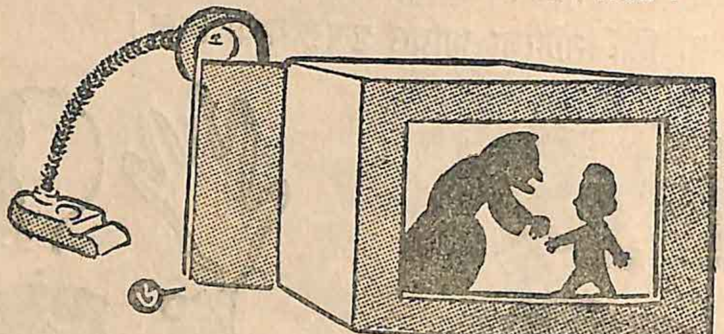
অভিনয়ের প্রধান জিনিষ ষ্টেজ বা মঞ্চ। পুতুল হিসাবে ষ্টেজ ছোট-বড় করিতে হইবে। উপরে বাঁশ দিয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়া পর্দা দিয়া সেটা ঘিরিয়া দিতে হইবে।

ষ্টেজের পরই অভিনয়ের কথা বলিতে হয়। অভি-

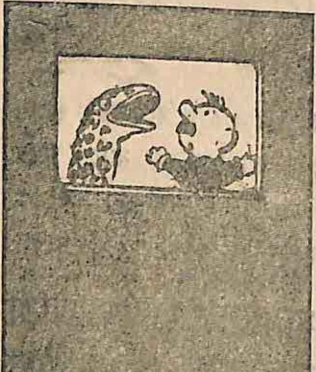
নেতারাই অভিনয় করে ; কিন্তু এখানে অভিনেতা হইবে—ছায়া পুতুল, হাত-পুতুল এবং সূতা-লাগান পুতুল।

ছায়া-পুতুল ঃ

পুতুল-নাচ খেলার মধ্যে ইহাই সব চেয়ে সোজা। ইহার



৬নং চিত্র ঃ কার্ডবোর্ডের তৈরী মঞ্চে আলোর সাহায্যে ছায়া-অভিনয়



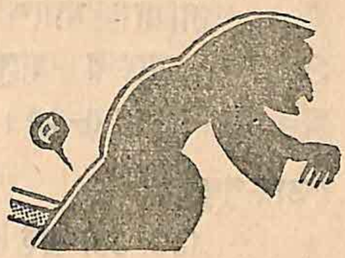
৭নং চিত্র ঃ সাদা কাপড় বা 'টিসু' কাগজের পরদার উপর ছায়া-অভিনয়

ষ্টেজ বা মঞ্চটা ছোট হইবে। 'কার্ড বোর্ডের' একদিকে সাদা পর্দা লাগাইয়াও উহা করা যাইতে পারে। পর্দাটি মসৃণ, সাদা 'টিসু' কাগজ দিয়াও করা চলে। (৬) একটা আলোর সম্মুখে খেলনা ও পুতুল রাখিয়া বা ধরিয়া তার ছায়াটা ঐ পর্দার উপর ফেলিতে হইবে। ঐ পুতুল বা খেলনাগুলিকে বিচিত্র ভঙ্গীতে নাড়াইলে তাহার ছায়াও অনুরূপ ভাবে পর্দার উপর নড়িবে।

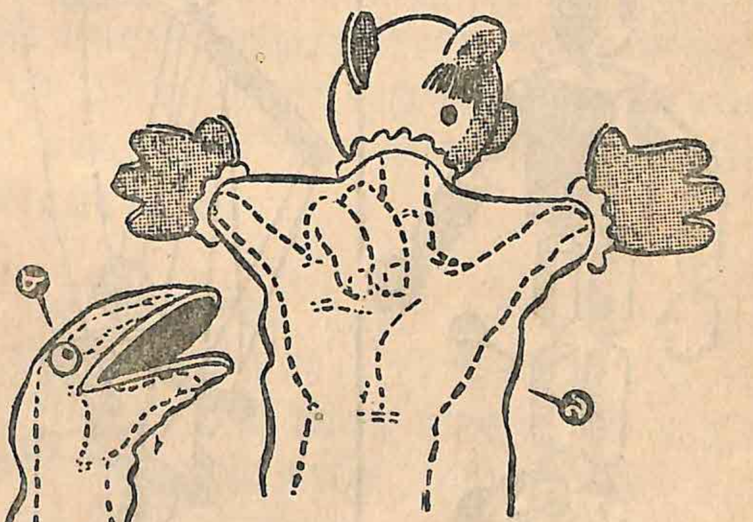
হাত-পুতুল ঃ

(৭) এই পুতুল ঠিক সাধারণ

পুতুল নয়। পুতুলগুলির ভিতরটা ফাঁপা। ঐ ফাঁপা পুতুলের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিয়া, আঙ্গুলের সাহায্যে তার হাত, মাথা ইত্যাদি নাড়াইয়া তার গতিশীল ছায়া ঐ পর্দার উপর ফেলা হয়। হাত দিয়া দেখান হয় বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—'হাত-পুতুল'। ষ্টেজে পর্দা টানাইয়া তাহার উপর অথবা বিনা ষ্টেজে ঘরের মধ্যে সাদা দেওয়ালের গায়েও এই ছায়াছবি দেখান যায়। ঘরের ভিতর আলো থাকিলে আলো এবং দেওয়ালের মধ্যবর্তী বস্তুর ছায়া ঐ দেওয়ালের গায়ে পড়ে (৫)।



খালি হাতেও এই ছায়া-ছবি দেখান যাইতে পারে।



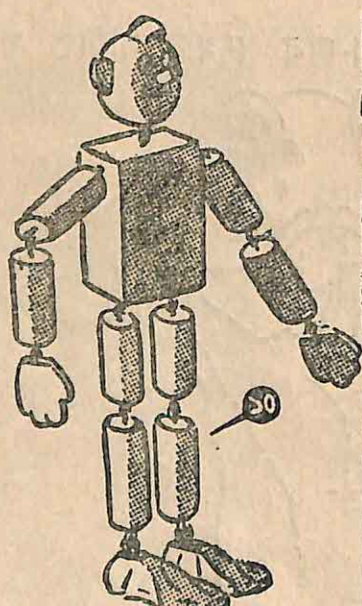
৮নং ও ৯নং চিত্র : 'প্যাপিয়ে ম্যাশে' দিয়ে তৈরী, ভিতরে-ফাঁপা একটি সাপের মাথা ও একটি 'হাত-পুতুল' ঃ ভিতরে কি-ভাবে হাত ঢুকিয়ে, হাত নানাভাবে নেড়ে পুতুলের ছায়া-অভিনয় দেখানো হয়, বিন্দু-রেখাঙ্কিত হাতের চিত্রের সাহায্যে তা বুঝানো হয়েছে

যেমন, দু'খানি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি একসঙ্গে করিয়া এবং অপর চারিটি আঙ্গুল একত্র করিয়া পাখীর ডানার মত নাড়াইলে মনে হইবে বাদুড় উড়িতেছে। আঙ্গুলের এইরূপ বিভিন্ন ভঙ্গীদ্বারা হরিণের মাথা, কুকুরের মাথা, বক পাখী ইত্যাদি দেখান যাইতে পারে।

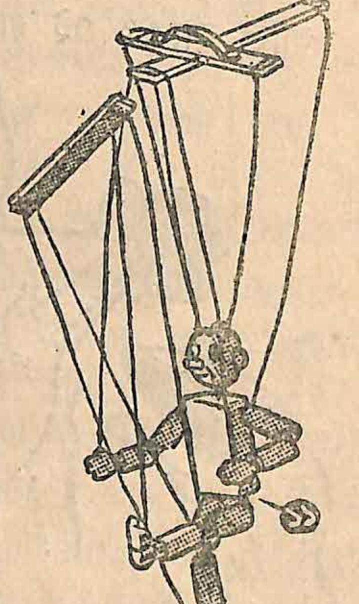
'প্যাপিয়ে ম্যাশে' দিয়া তৈরী সাপের মুখ বা পুতুল ইত্যাদিও হাতের আঙ্গুলের সহিত আটকাইয়া লইয়া ছায়া ছবি দেখান যায় (৮,৯)।

সূতার-পুতুল ঃ

(১০, ১১) এই পুতুল মঞ্চের উপর হইতে পরিচালনা



১০নং চিত্র ঃ তারের সাহায্যে জোড়া, 'প্যাপিয়ে ম্যাশে' দিয়ে তৈরী পুতুল-নাচের পুতুল



১১নং চিত্র ঃ তারের সাহায্যে উপর থেকে এইভাবে পুতুল নাচানো হয়

করিতে হয়। সরু তার বা শক্ত কোন সূতা পুতুলের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত বাঁধা থাকে। চালক ইচ্ছামত ঐ তার বা সূতা টানিয়া বা ঢিল দিয়া পুতুলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ দেখায়।

বর্তমান যুগে রাশিয়া,আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পুতুল নাচ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে। ছোট ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য এগুলি তাহারা অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ত্রিশ বৎসর পূর্বেও আমাদের বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে যে পুতুল নাচ দেখান হইত, তাহা এ সকলের চেয়ে কম আকর্ষণীয় ছিল না।

পুতুল নাচ ঃ

সন্ধ্যার পরই পুতুল নাচ আরম্ভ হইত। নাটকের বিষয় বস্তু ছিল রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী। পুতুলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একজন নাটকের কাহিনীটা বর্ণনা করিয়া যাইত। কখনও কখনও পুতুলের সহিত পরিচালকেরা গানও করিত। সে গানের সুর বড় করুণ।

বাঁশী ঃ

পুতুল নাচে বাঁশীর সাহায্যে আড়াল হইতে পুতুলের কথা বলার ভাণ করা হয়। ঐ বাঁশী পাত্‌লা ও সরু আট-দশ আঙ্গুল লম্বা একটা বেতের ফালিকে দুই ভাঁজ করিয়া তালপাতা অথবা অনুরূপ পাত্‌লা একটা কিছু ভাঁজ করিয়া উহার মধ্যে দিয়া তৈরী করা হয়।

কি করিয়া পুতুল নাচে ঃ

মঞ্চের উপরে পর্দার আড়ালে মানুষে সরু তার বা শক্ত কাল সূতা ধরিয়া পুতুলকে নাচাইয়া থাকে। ছবিতে

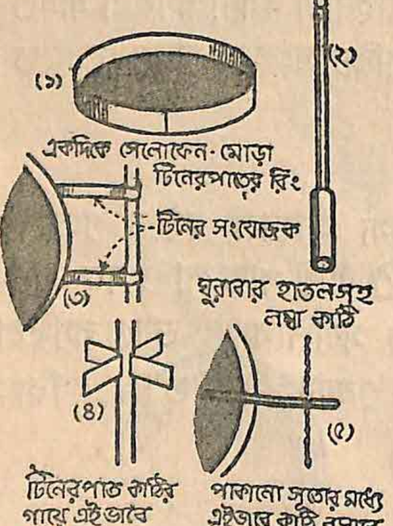
কৌশলটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে। সংযোজিত তারগুলি এত সরু যে, দূরের দর্শকের চোখে তাহা পড়ে না।

অভিনয় উপযোগী নাটক ঃ

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বা হিতোপদেশের গল্প লইয়া নাটক হইতে পারে। এই পুতুল নাচের জন্য গল্প রূপ-কথাও তৈরী করা যাইতে পারে। দেশের সামাজিক প্রথাও গল্পের নাট্যরূপ হইতে পারে। দেশের স্বাধীনতা কি করিয়া আসিল, কাহারা সে জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন ইহাও পুতুল নাচের ভিতর দিয়া দেখান চলে।

সহজেই যাহা করিতে পার

হাত চড়বড়ি একটা সুন্দর খেলনা। ইহা তৈরী করিবার সময়ে ইহার পাঁচটি বিভিন্ন অংশকে আলাদা করিয়া দেখিতে হইবে।

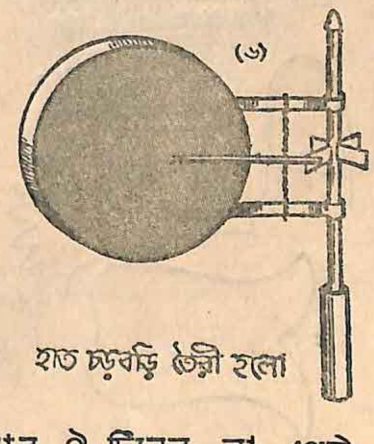


১ম—আধ ইঞ্চি চওড়া একটি টিনের পাতকে রিংয়ের মত গোল করিয়া লও। ফল কি লতা পাতা আঁকা একটা সুন্দর কাগজ লাগাইয়া টিনটিকে ঢাকিয়া দাও। তারপর একটি রঙ্গীন 'সেলোফেন' কাগজ এই টিনের রিংটির একদিকে আঁটিয়া দাও। এবার রিংটি দেখিতে একটি ছোট চালনীর মত হইল।

২য়—বাঁশের দশ-বার ইঞ্চি লম্বা একটি সরু কাঠি নাও। এই কাঠিটির নীচেকার অংশটা হাতল বা ধরিবার যায়গার কাজ করিবে।

৩য়—কাঠিটির উপরাংশের মাথায় এবং তার তিন-চার আঙ্গুল নীচে দুটি টিনের বেষ্টনী থাকিবে। এই টিনের বেষ্টনী দুটি সিকি ইঞ্চি চওড়া হইবে। তার একদিক ঐ টিনের রিংটার সহিত এবং অপর দিক কাঠিটির সহিত এমন ভাবে আঁটা থাকিবে যেন কাঠিটি ঐ টিনের 'ধরনা' দুইটির ভিতর দিয়া বেশ ঘুরিতে পারে অথচ ঐ দুইটির মধ্যেই কাঠিটি আটকাইয়া থাকে। টিনের ঐ পাত দুইটিকে কাঠি ও রিংয়ের সংযোজকও বলা যাইতে পারে।

৪র্থ—সিকি ইঞ্চি চওড়া এবং এক ইঞ্চি করিয়া লম্বা দুইখানি টিনের পাত নাও। কাঠির মাথায় যেখানে টিনের ঐ সংযোজক দুইটি আছে, ঠিক তাহার মধ্যস্থলে ঐ পাত দুইখানি কাঠির ভিতর দিয়া ছবিতে যেমন আছে তেমন ভাবে বসাইয়া দাও। টিনের পাত না পাইলে এখানে শক্ত 'পেষ্ট বোর্ডের' টুকরাও কাঠিটির মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে।



হাত চড়্‌কি তৈরী হলো

৫ম—শক্ত এবং মোম দিয়া মাজা একটা সূতাকে পাক দিয়া ঐ পাকের মধ্যস্থলে এমন ভাবে একটি কাঠি পুরিয়া দাও, যেন হাতলটি ঘুরিবার সময়ে মাথার ঐ টিনের বা পেষ্ট-বোর্ডের পাত চারিটিতে ঐ কাঠিটি পর পর লাগিয়া উহার

অপর প্রান্ত ঐ 'সেলোফেন' কাগজে আঘাত করে। বলা বাহুল্য, ঐ পাকান-সূতাটির উভয় প্রান্ত টিনের ঐ সংযোজক দুইটির সহিত আঁটা থাকিবে।

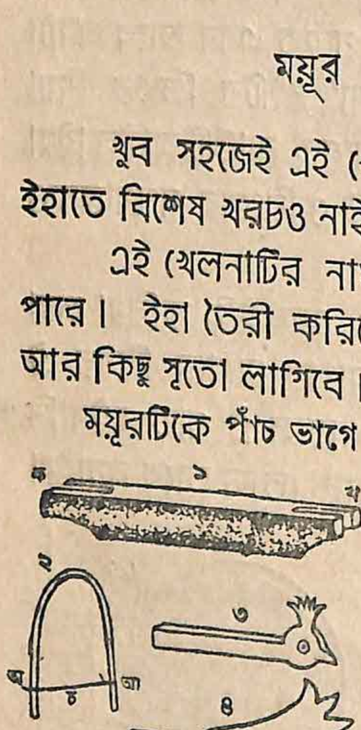
৬ষ্ঠ—এইবার বাঁশের কাঠিটির হাতল ধরিয়া বাম হইতে ডান দিকে ঘুরাইলেই সুন্দর চড়বড়ি খেলনা হইবে।

ময়ূর নাচে খেলনা

খুব সহজেই এই খেলনাটি তৈরী করা যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ খরচও নাই।

এই খেলনাটির নাম 'ময়ূর-নাচে' খেলনা দেওয়া যাইতে পারে। ইহা তৈরী করিতে কিছু শোলা, কাগজ, সরু বাখারি আর কিছু সূতো লাগিবে।

ময়ূরটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা চলিতে পারে : (১) দেহ (২) পা দুইটি (৩) গলা ও মাথা (৪) লেজ (৫) ডানা।



(১) এক খণ্ড শোলার উপরের দিকটা সমতল করিয়া ঐ শোলার দুই মুখে খাঁজ কাটিয়া লও (ক), (খ)।

(২) একখানি সরু বাখারিকে ধনুকের মত করিয়া উহার অ, আ দুই মুখে ধনুকের ছিলার মত করিয়া (চ) সুতা বাঁধিয়া নাও।

(৩) একটা শোলার সরু কাঠির মাথায় গোল করিয়া

একটা শোলার তৈরী ময়ূরের মাথা (ছবির দৃষ্টান্তে) একটা লোহার সরু তার দিয়া 'ক' মুখে আঁটিয়া দাও।

(৪) অনুরূপ শোলার কাঠির মাথায় একটা কাগজের বা পাতলা শোলার পাতের লেজ তৈরি করিয়া তার দিয়া 'খ' মুখে আঁটিয়া দাও।

(৫) প্রথম শোলা খণ্ডের উপরের সমতল অংশে কাগজ দিয়া একটা ডানা (৫) আঁটিয়া দাও। ধনুটি শোলাখণ্ডে আটকান হইবে।

এইবার বাখারীর 'চ' সূতার সহিত আর একটি সূতা (ছ) ময়ূরের মাথা ও লেজের সহিত টান করিয়া বাঁধিয়া দাও। এইবার ইচ্ছামত ময়ূরকে নানা রংয়ে রঞ্জিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এখন (২) ধনুর উভয় প্রান্ত অ, আ ধরিয়া চাপ দিলে 'ছ' সূতা ঢিল হওয়ার জন্য ঐ ময়ূরের লেজ ও মাথা আপন ভারে একসঙ্গে নীচু হইবে। আবার অ, আ, স্থানের চাপ ছাড়িয়া দিলে 'চ' স্থতায় টান লাগিয়া 'ছ' সূতাও টান টান হইবে এবং তার ফলে ময়ূরটির লেজ ও ডানা আবার উঁচু হইয়া উঠিবে। এই সময়ে "নাচত ময়ূর তুমি ঘাড় উঁচু করি" কবিতার কথা মনে পড়িবে।



ছোট ছেলে-মেয়েদের নিকট এইরূপ খেলনা খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই।

তৈরী করা কঠিন নয়

অনেকে অনুযোগ করেন বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে কিন্তু বড় অলস। হয়ত তাহাই হইবে। তাহা না হইলে বাংলার বাহির হইতে এত খেলনা আসিয়া আমাদের বাজার ও মেলায় বিক্রী হয় কেন? আমরা কি খেলনা, বাঁশী, কাগজের ফুল এসব তৈয়ারী করিতে পারি না?

অপমান বোধ? তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধি আছে কি করিয়া বলি?

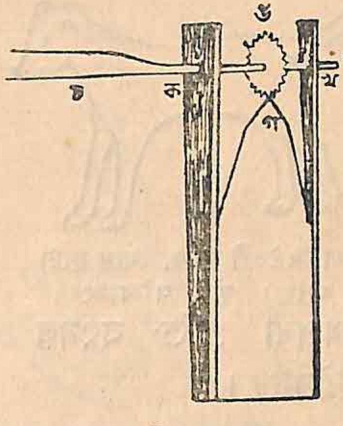
ওয়াশিংটন একজন বড় কারিকর ছিলেন। নিউটন নিজের হাতে ছেলেবেলায় কত কি তৈয়ারী করিয়াছেন। এমন কি তখনকার লোকে মনে করিত—নিউটন ভবিষ্যতে একজন বড় ছুতার মিস্ত্রী হইবেন।

ইঁহারা ত হাতের কাজে কেহই অপমান বোধ করেন নাই! নূতন কিছু, তা সে যত ক্ষুদ্র আর নগণ্যই হউক না কেন, তৈয়ারীর মধ্যে আনন্দ আছে। ইহা হইতেই ত প্রতিভাশালীদের বড় বড় আবিষ্কার সম্ভব হয়। আজ যাহারা ছোট, তাহারাই ত কাল বড় হইবে। আমাদের দেশের ছোট ছেলেরা হাতের কাজ শিখুক, বড়রা যেন কখনও এইসব ক্ষুদে কারিকরদের নিরুৎসাহ না করেন।

এখানে যে যে খেলনা তৈয়ারীর কথা বলিতেছি তাহা করা খুবই সহজ। ইহাতে শুধু খানিকটা পাতলা টিন আর বাঁশের কাঠি লাগিবে।

পাতলা টিনের টুকরাটিকে এমন ভাঁজ কর যেন তার দুইদিকে ক, খ দুইটা বাহু থাকে এবং গ থাকে তার মাঝখানে

সরুমুখে একটি অংশ। বাঁশের একটি কাঠি 'চ'র মাথাটা সরু করিয়া ক বাহুর ছিদ্র পথে ঢুকাইয়া লও। তারপর একটি এক-আনির আকারে টিনের খাঁজ-কাটা পাত (ঙ) ঐ কাঠির ঘ মুখ দিয়া ঢুকাইয়া বেশ করিয়া আঁটিয়া দাও।



চরকী খেলনা

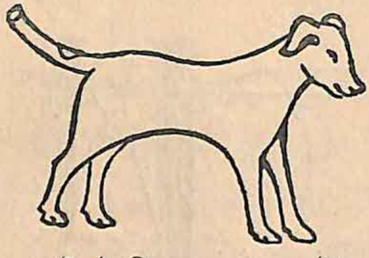
এইবার টিনের পাতের খ বাহুটাকে ডানদিকে কিছুটা টানিয়া নিয়া ওর খ ছিদ্রের ভিতর দিকে কাঠির সরু মুখ (ঘ) ঢুকাইয়া দাও। এইবার ঐ বাঁশের কাঠি চ ঘ এর মোটা চ অংশটি ধরিয়া বাঁ-দিক হইতে ডান দিকে ঘুরাইলেই ঐ ঙ টিনের গোল পাতটির খাঁজগুলি গ টিনের মাথায় লাগিয়া কট্ কট্ শব্দ হইবে।

টিনের উপর অংশ রং করিয়া বা ঢাকিয়া দিলে এবং কাঠিটায় রঙ্গীন কাগজ আঁটিয়া নিলে খেলনাটি দেখিতে আরও সুন্দর হইবে।

খেলনা বাঁশী ও পুতুল

ছোটদের খেলনার জন্য আমাদের দেশে কত টাকাই না খরচ হয়। যাঁহাদের ছোট ছেলে-মেয়ে আছে তাঁহারা তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিবেন। এ খরচের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই! বেলুনটা, বাঁশীটা, পুতুলটা, এটা-ওটা এ সকল ত হামেশাই আমাদের কিনিয়া দিতে হয়।

আজকাল আমাদের দেশে বিদেশী খেলনার আমদানী কম। যখন জাপানী ও অন্যান্য দেশের খেলনা আমাদের দেশে প্রচুর আমদানী হইত, তখন একবার সরকারী শিল্প-বিভাগ হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার বিদেশী খেলনা প্রতি বৎসর আমাদের এই বাংলা দেশেই বিক্রী হইয়াছে।



মাটির তৈরী কুকুর, লেজে ফুটো আছে। ফুঁ দিলেই বাজবে।

কিন্তু এ কয় বৎসরে কয়টি নূতন খেলনা আমাদের দেশে তৈরী হইয়াছে? যে কয়টি খেলনা বাজারে দেখা দিয়াছে তার অধিকাংশই দেখি অ-বাঙ্গালীর তৈরী! বাঙ্গালী কি প্রতিভাহীন? কখনও নয়।



মাটির পাখী। লেজে ফুটো আছে, ফুঁ দিলেই বাজবে।

উদ্বাস্তরা কোথাও কোথাও খেলনা এবং অন্যান্য শিল্প তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা সুলক্ষণ।

'ক্যাঙ্গারু দৌড়' খেলনা

তোমরা নিশ্চয়ই চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গারুকে ছুটিতে দেখিয়াছ। কি অদ্ভুত এই জীবটি! ইহাদের চারিখানি পা এক রকমের নয় বলিয়া ইহারা খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া দৌড়ায়। ইহাদের পিছনের পা দুইখানি অত্যধিক বড় আবার সম্মুখের পা দুইখানি তেমনি অসম্ভব ছোট।

ইহাদের শাবকগুলি আরও অসহায়। সেইজন্য একটা নূতন রকমের ব্যবস্থা আছে ক্যাঙ্গারু-মায়ের পেটে। তাহাদের পেটের নিকট একটি থলি আছে। ভয় পাইলেই শাবকটি এই থলির মধ্যে লুকাইয়া পড়ে।



ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তোমরা 'ক্যাঙ্গারু-রেস' দেখিয়াছ। ক্যাঙ্গারুকে ঐ ভাবে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতে দেখিলে কাহার না হাসি পায়!

এই ক্যাঙ্গারু দৌড়ের একটা খেলনা করিতে পারিলে কেমন হয়? খুব মজার ব্যাপার নয় কি?

ইহা তৈরী করা মোটেই কঠিন নয়। মাত্র কয়েক টুকরা মোটা টিন বা 'ভেনেস্তা কাঠ' অথবা অভাবে মোটা 'পেষ্ট-বোর্ড' কাগজ হইলেই চলিবে।

(১) ছবির অনুরূপ করিয়া টিন, ভেনেস্তা কাঠ অথবা মোটা পেষ্ট-বোর্ড কাগজে একটা ক্যাঙ্গারু তৈরী কর। পেন্সিল সাহায্যে দাগ দিয়া পরে বাটালী দ্বারা কাটিয়া লও।

ক্যাঙ্গারুটির পিছনের পা দুইখানি হইবে ২ নং চিত্র অনুযায়ী দুইখানি চাকা। ক, খ লোহার সরু শলার দুই মুখে ঐ চাকা দুইটি থাকিবে। ক, খ'র মধ্যস্থলে একটা টিনের পাত মুড়িয়া (ল্যাম্পের পলতে যাহার ভিতর দিয়া আসে তেমনি) ক্যাঙ্গারুর ঐ 'ক' চিহ্নিত ছিদ্রের ভিতর এমনভাবে পরাইয়া দাও যেন ক, খ কাঠিটি উহার মধ্যে

ঘুরিতে পারে। গ, ঘ আর একটি কাঠি। ইহা ক্যাঙ্গারুর 'ঙ' ফাঁকের ভিতর দিয়া চাকা দুইটির সঙ্গে শক্ত করিয়া আঁটা থাকিবে। ক্যাঙ্গারুটি ছুটীবার সময় এই গ, ঘ কাঠি ঙ ফাঁকের মধ্যে উঠা নামা করিবে।

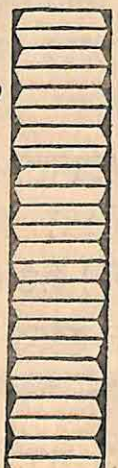
এইবার ক্যাঙ্গারুকে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিবে।

কি, ক্যাঙ্গারুটি ছুটিতেছে না? ধাক্কা দিলেও না? তাই ত! কেন ছুটিতেছে না বল দেখি?

চাকা দুইটি ত' আর গোলাকার নয়, যে ধাক্কা দিলেই ঘুরিবে! এই খেলনা ক্যাঙ্গারুটির 'রেস' দেখিতে হইলে চাই ঢালু জায়গা। একটা গড়ান-জায়গায় খেলনাটিকে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে—ক্যাঙ্গারুটি কেমন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে।

ঢালু জায়গার অভাব হইলে এক টুকরা লম্বা ভেনেস্তা কাঠ লও। তার মাথার দিকটায় একটা কিছু ঠ্যাকনা দিয়া উহাকে ঢালু করিয়া লও। উহার উপর ক্যাঙ্গারুকে ছাড়িয়া দিলেই দৌড়াইবে।

(৩)



(৪)



চিত্র অনুযায়ী এক টুকরা ভেনেস্তা কাঠ বা মোটা 'পেষ্ট-বোর্ড' লইয়া তাহাতে রং দিয়া সিঁড়ি তৈরি কর। কাগজের উপর ঐরূপ সিঁড়ি আঁকিয়া তারপর উহা আঠা দিয়া ঐ ভেনেস্তা বা 'পেষ্ট-বোর্ডের' উপর আঁটিয়া লইলেও চলিতে পারে।

এই সিঁড়ির মাথার দিকে তলায় টিনের চাকতির

সহিত (অনেক আয়নায় যেরূপ থাকে) একটি তার বাঁকাইয়া ঠ্যাকনা করিয়া লও। এইবার যেখানে ইচ্ছা এই 'ক্যাঙ্গারু রেস' দেখাইতে পার। এটা একটি মজার খেলনা নয় কি? মনে হইবে, ক্যাঙ্গারুটি সিঁড়ি দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নামিয়া আসিতেছে!



কাগজের কাজ

কাগজের পদ্মফুল

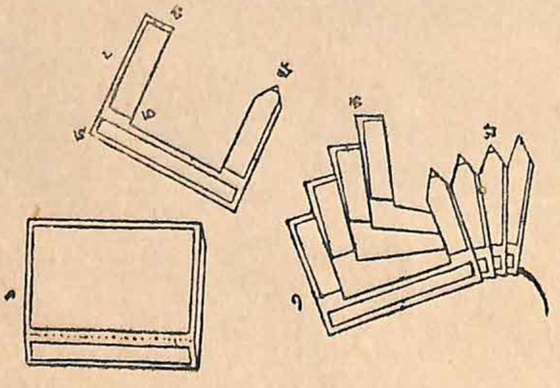
যে সব জিনিস আমরা অনাবশ্যক বলিয়া ফেলিয়া দি, উহা হইতেই কত সুন্দর সুন্দর জিনিস হইতে পারে—এই কাগজের পদ্মফুল তাহারই একটা নিদর্শন।

সিগারেট অনেক বাড়ীতেই খাওয়া হয়। ছেলেদের বাবা, কাকা কি মামা সিগারেট খাইয়া তাহার খালি বাক্সটা ফেলিয়া দেন।

এই খালি বাক্সগুলি এক জায়গায় জমা করিয়া রাখিলে তাহা হইতে কেমন সুন্দর পদ্মফুল তৈরি হইতে পারে।

এই রকম সিগারেটের খালি বাক্স (একই রকমের বাক্স হইলে ভাল হয়) চব্বিশ-পঁচিশটি বাছিয়া লও।

তারপর সেগুলিকে একদিকে চাপ দিয়া ১নং চিত্রানুযায়ী ভাঁজ করিয়া লও। এইবার একখানি কাঁচি দিয়া উহা হইতে



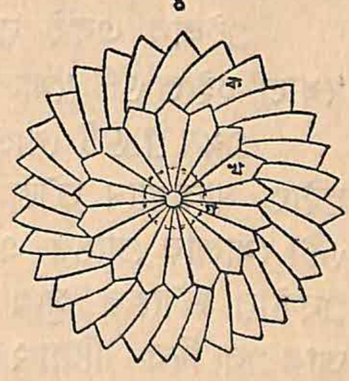
২নং চিত্রানুযায়ী খানিকটা কাটিয়া লইতে হইবে। এখন ক ও খ উপর নীচে দুইটি অংশ পাওয়া গেল। (চিত্র ২) 'খ' অংশের মুখটি চিত্র অনুযায়ী কাটা হইলে ওর জোড় মুখটি কাটা যাইবে, কিন্তু 'ক' অংশের মুখটি জোড়াই

থাকিবে। এই 'ক' এর বাঁ দিকের কোণটির নাম দেওয়া যাইতে পারে 'চ'।

এইবার 'খ' এর চেরা-মুখের ফাঁক দিয়া প্রত্যেকটি 'ছ' বিন্দুকে ঐ 'চ' কোণের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও। (কাগজের একই দিক সম্মুখে রাখিয়া এইভাবে গাঁথিয়া গেলে ভাল হয়)।

বাঁ হাতের আঙ্গুলে চাপ রাখিয়া এইভাবে (চিত্র ৩) ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া প্রত্যেকটি কাগজের খণ্ড সাজাইয়া গেলে ৪নং চিত্রের অনুযায়ী সুন্দর একটি পদ্মফুল তৈরি হইবে। বলা বাহুল্য, 'খ'য়ের চেরা মুখের একটি উপরের দিকে আসিবে এবং অপরটি নীচে যাইবে। তারপর ঐ ক ও খ প্রান্তগুলির মধ্যস্থলে একটা সূতা গোল করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। (৪নং চিত্র গ) ফুলটির মধ্যস্থলে আপনা হইতেই একটি ছিদ্রপথ দেখা যাইবে। দেওয়ালের কোন কিছুর সহিত ফুলটিকে আটকাইয়া রাখিলে বেশ সুন্দর দেখাইবে।

৪



কাগজের দোয়াত

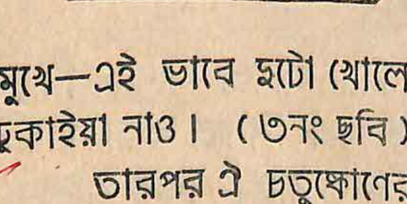
অতি সাধারণ সিগারেটের বাক্স দিয়া আমরা অনেক কিছু করিতে পারি। সিগারেটের বাক্স দিয়া শিকল করা যায়, পদ্মফুল করা যায়, আরও কত কি করা যায়! কিন্তু এইসব করিতে অনেকগুলি সিগারেটের বাক্স দরকার। এখানে

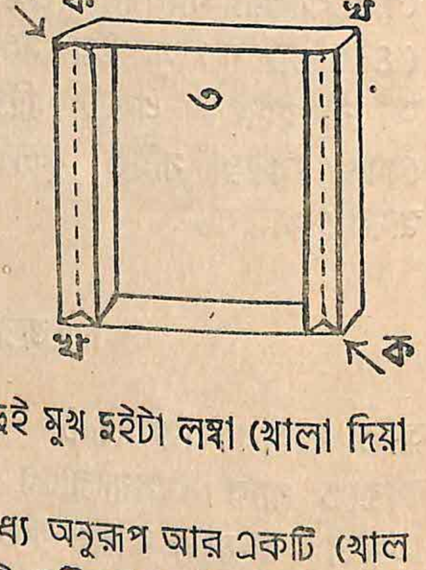
আমি যে খেলনাটির কথা বলিতেছি, ইহাতে মাত্র ছয়টি সিগারেটের বাক্স হইলেই চলিবে।

একটি খালি সিগারেটের বাক্সে আমরা কি পাই? একটি খোল আর তার মধ্যে একটি চ্যাপ্টা এবং লম্বা মত শক্ত কাগজ, তাহার দুই মুখ ভাঁজ করিয়া ঐ খোলটির দুই দিকে পুরিয়া দেওয়া থাকে। এই কাগজটির বিশেষ কোনও নাম আছে কিনা আমি জানিনা—ধরা যাউক, এটির নাম খোলা।

এইবার একই রকম খালি সিগারেটের বাক্সের ৬টি 'খোল' হইতে ৬টি 'খোলা' আলাদা করিয়া লও।

এখন ঐ ৬টি খোলকে (১নং চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে) পাশ হইতে মাঝখানে ভাঁজ করিয়া চাপিয়া লও। তারপর ঐ ৬টা খোলার প্রান্তের একদিক (চিত্রে ২-ক নং) ঐ খোলার একটার ভাঁজের মুখে এবং আর এক দিক (চিত্রে ২খ নং) আর একটা খোলের ভাঁজের

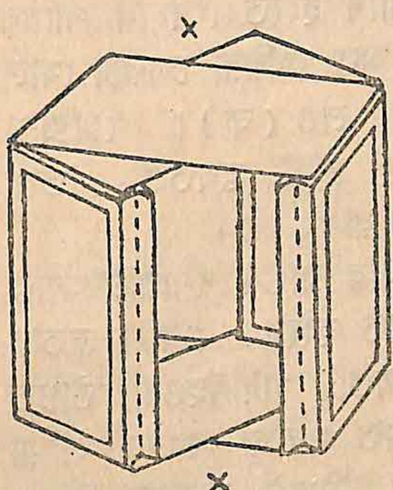




মুখে—এই ভাবে দুটো খোলের দুই মুখ দুইটা লম্বা খোলা দিয়া ঢুকাইয়া নাও। (৩নং ছবি)

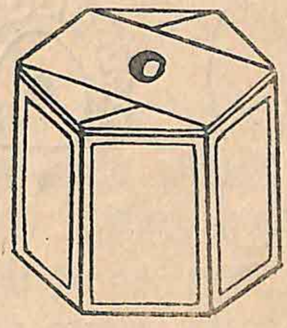
তারপর ঐ চতুষ্কোণের মধ্যে অনুরূপ আর একটি খোল ঢুকাও (৪নং ছবি)। এইবার ঐ দুটি পাশ মিলাইয়া একটু

চাপিয়া লইয়া ফাঁক জায়গার (×) অনুরূপ আর একটি চতুষ্কোণ আঁটিয়া দাও। (৫নং ছবি)



৪

৫



এইভাবে ৬টা কোণ বিশিষ্ট একটি শক্ত মজবুত বাক্স হইবে। বলা বাহুল্য, খোলগুলির ছবির দিকটা বাইরের দিকে রাখিলে কৌটাটি দেখিতে সুন্দর হইবে। ৩য় চতুষ্কোণটি অর্থাৎ শেষটা পরাইবার সময় আগে উপরের খোলাটি আঁটিয়া লইয়া পরে নীচের খোলাটি আঁটাই সুবিধা।

এই কৌটার উপরের মাঝখানে ছিদ্র করিয়া লইলে ইহাতে নিব, বোতাম, লজেন্স প্রভৃতি অনেক কিছুই রাখা যাইতে পারে।

কাগজের জুতা

খানিকটা মোটা 'পেষ্ট-বোর্ড' সংগ্রহ কর। একটা বাটালীও লাগিবে। কিছু 'ব্রাউন পেপার' বা ঐ জাতীয় কিছু শক্ত

কাগজও দরকার। খানিকটা 'রেক্সিন' আর রঙ্গীন উল চাই। তুঁতে দেওয়া কিছু ময়দার আঠাও প্রয়োজন।

প্রথমে ঐ 'পেষ্ট বোর্ড' খানি হইতে তোমার পায়ের মাপে চামড়ার জুতার 'সোলের' মত করিয়া চারিটা সোল কাটিয়া লও (ক)। 'রেক্সিন' হইতেও দুইটি মুখতলা তৈরী করিয়া রাখ (খ)।



ক



খ



গ

এই অংশ মুড়তে হবে

এইবার 'ব্রাউন পেপারটি' কাজে লাগাইতে হইবে। একটা জুতার ঠিক যতটা 'টো' হওয়া উচিত সেই মত মাপের কাগজ লইয়া সোলের নিকট যাহাতে কিছুটা মোড়া যায় তাহার জন্য খানিকটা করিয়া বাদ রাখিয়া 'খ' ছবির মত করিয়া কাগজটি কাট। কাগজটির উপর ঠিক ছবির অনুরূপ করিয়া ঘরগুলি আঁক। তারপর × চিহ্নিত ঘরগুলির দাগ পর্যন্ত কাট। এইবার একখানি 'সোল' লইয়া 'গ' ছবির অনুরূপ মুড়িয়া দাও। দ্বিতীয় অংশের খালি ঘরগুলি উঁচু হইয়া থাকিবে যাহাতে উহার ভিতর পা ঢুকাইয়া জুতার মত ব্যবহার করা যায়। এবার 'টো'র উপরে দুইটি ছোট ছিদ্র করিয়া উলটুকু দিয়া একটি ফুল তৈরী কর। এখন দ্বিতীয় সোলখানি লইয়া ইহার তলায় লাগাইয়া দাও—যেন 'টো'র কাগজ তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়।

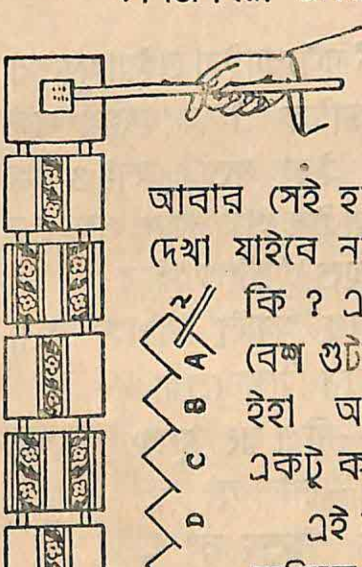
'বাটা'র চটিতে যে রকম পেরেক দেওয়া থাকে (খ)

সেই রকম পেরেক দুইপাশে দুইটি—ছবিতে (গ) যে ভাবে লাগাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঐ ভাবে লাগাও। এইবার 'সুখতলা'টি আঠা দিয়া লাগাইয়া লও।

ঠিক এই ভাবে আর এক পাটি জুতাও তৈরী করিতে হইবে। জুতা জোড়াটি রোদ্দুরে শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার কর।

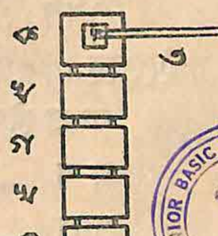
কাগজের ম্যাজিক ফুল

কাগজ দিয়া একটি ফুল তৈরীর কথা বলিব। এটা শুধু ফুলই নয়—ইহার হাতলটা ধরিয়া ডানদিকে ঘুরাইলে নানা বর্ণের কতকগুলি ফুল দেখা যাইবে, আবার সেই হাতলটারই বাঁ দিকে ঘুরাইলে কিছুই দেখা যাইবে না! ইহা একটি সুন্দর ম্যাজিক নয় কি? এই ফুলগুলি আবার বেশ গুটাইয়াও রাখা যায়। ইহা অবশ্য তৈরী করা একটু কঠিন।



এই ম্যাজিক ফুল তৈরী করিতে লাগিবে—

পেষ্ট বোর্ডের টুকরা—
৩"×২"—৭ খানি



এগুলির একদিকে নাম দাও ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ এবং অপর পিঠে লিখিয়া নাও A, B, C, D, E, F, G.

কাগজের সরুফালি বা পাতলা কাগজের সরু

ফিতা আট-নয় আঙ্গুল লম্বা ও এক আঙ্গুল চওড়া—১৮টা।

খুব পাতলা বিভিন্ন রংয়ের কাগজ : ইহা দ্বারা ফুল তৈরী করিতে হইবে। চার-পাঁচ ইঞ্চি কাগজকে পেষ্ট বোর্ডের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী (৩") কাটিয়া লইয়া ওটাকে $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি পরিমাণ সরু ভাঁজ করিয়া লও। তারপর ইহার ডান বা বাঁ দিকে কাঁচি দিয়া কাটিয়া মুখটি ছুঁচাল করিয়া রাখ। এখন ঐ কাগজটির ভাঁজ খুলিলে উহার একধারে খাঁজ কাটা ফুলের মত হইবে।

এইবার ঐ কাগজটির অন্য মুখটি কুঁচকাইয়া লইয়া ফুলের একদিক ঐ পিচ বোর্ডের এবং অন্যদিক ঐ কাগজের সরু ফালির সহিত আঁটিয়া দিলে ঐ ফুল ইচ্ছা মত খোলা ও বন্ধ করা যাইবে। ফুলগুলি পিচবোর্ডের টুকরার কখ, গঘ, ঙচ এবং অন্য পিঠে BC, DE ও FGর সহিত আঁটিতে হইবে।

এখন ঐ কাগজের ১৮টি সরু ফালি সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। পেষ্টবোর্ডের কখ প্রভৃতি যে দিকে লেখা—

ক র উপর—৩নং ফালি ও খ—নীল রং ফুল
ঘ র „ —৯-১০ ফালি ও গ—লাল রং „
চ র „ —১৫-১৬ ফালি ও ঙ— হলুদ রং „

এবং পেষ্ট বোর্ডের AB প্রভৃতি যে দিকে লেখা—

Bর উপর—৪-৫ ফালি ও C—নীল রং ফুল
Dর „ —১০-১১ „ ও E—সবুজ রং „

১-২ ফালি Aর উপরিভাগে দুই পাশে দুইটির মুখ আঁটিয়া ক দিয়া আনিয়া Bর উপরিভাগের দুই পাশে আঁটিয়া দিতে হইবে।

৩ফালি ঃ A গোড়ার মাঝখানে আঁটিয়া 'খ'র উপর দিয়া Bর নীচে লইয়া আঁটিয়া দিতে হইবে।

৪-৫ ফালি ঃ 'খ' নীচে দুই পাশে দুটির মুখ আঁটিয়া Cর উপর দিয়া 'গ'র নীচের দিকে দুই পাশে আঁটিয়া দিতে হইবে।

৬ ফালি ঃ গ এর উপরে মাঝখানে অপর মুখটি আঁটিয়া দিতে হইবে।

৭ ফালি ঃ ৬ র উপরাংশের মাঝখানে এক মুখ আঁটিয়া Dর উপর দিয়া ঘুরাইয়া 'ঘ'র উপর দাও। মাঝখানে আর এক মুখ আঁটিতে হইবে।

৮ ফালি ঃ Cর নীচের দিকে মাঝখানে এক মুখ আঁটিয়া 'ঘ'র উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া Dর নীচের মাঝখানে আর এক মুখ আঁটিতে হইবে।

৯-১০ ঃ Cর উপরাংশের দুই পাশে ঐ দুটির দুই মুখ আঁটিয়া 'গ'র উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া Dর উপরাংশের দুই পাশে অপর দুই মুখ আঁটিয়া লও।

সাতটি পেষ্ট বোর্ডের টুকরা পর পর পাতলা কাগজের সরু ফালি দিয়া এবং ঐ ফালি ও পেষ্ট বোর্ডের সঙ্গে ফুল আঁটিয়া দিলে অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইবে—

ফুল—ঐ পেষ্ট বোর্ডের দুইটি অন্তর একটিতে ফুল থাকিবে না, উহা খালি থাকিবে।

২নং পেষ্ট বোর্ডের একদিকে লাল ও অপর দিকে নীল ফুল
৩নং „ „ „ নীল ও „ „ লাল „
৫নং „ „ „ লাল ও „ „ হলুদ „
৬নং „ „ „ সবুজ ও „ „ নীল „

১নং পেষ্ট বোর্ডের পশ্চাৎদিকের দুইপাশে দুইটি সরু ফালি ;

এই ১নং কে ডানদিকে ঘুরাইলেই উহা ২নং এর সহিত মিশিয়া ২নং এর নীল ফুলটিকে প্রকাশ করিবে।

এইরূপে ২নং টুকরাটি ৩নং এ লাগিতেই ২-৩ এর মধ্যবর্তী নীল ফুল দুইটিকে প্রকাশ করিবে। অনুরূপ ভাবে ৩নং ৪নংকে ধাক্কা দিবে এবং ৪নং ৫নংকে, ৫নং ৬নংকে এবং ৬নং ৭নংকে ধাক্কা দিলে মনে হইবে পেষ্ট বোর্ডগুলি বুঝি ডবল করিয়াই সাজানো আছে।

হাতটির ডানদিকে ঘুরাইলে ফুল দেখা যাইবে, পরক্ষণেই বাঁ-দিকে ঘুরাইলে দেখা যাইবে কিছুই নাই।

লেখাটি পড়িয়া এইরূপ ম্যাজিক ফুল তৈরী একটা জটিল ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু নিজের হাতে তৈরী করিতে আরম্ভ করিলে ইহা ক্রমেই সহজ হইয়া আসিবে।

লতা-পাতা

ঝুড়ি তৈরী

বাঁশের কঞ্চি দিয়া ঝুড়ি করা হয়। ডাল পাতা বাঁশ বেশ করিয়া 'পানেট'—অর্থাৎ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা হইতে সরু সরু 'বেতি' তুলিয়া তাহা দ্বারা নানারূপ সুন্দর সুন্দর ঝাঁকাও তৈরী হইয়া থাকে।

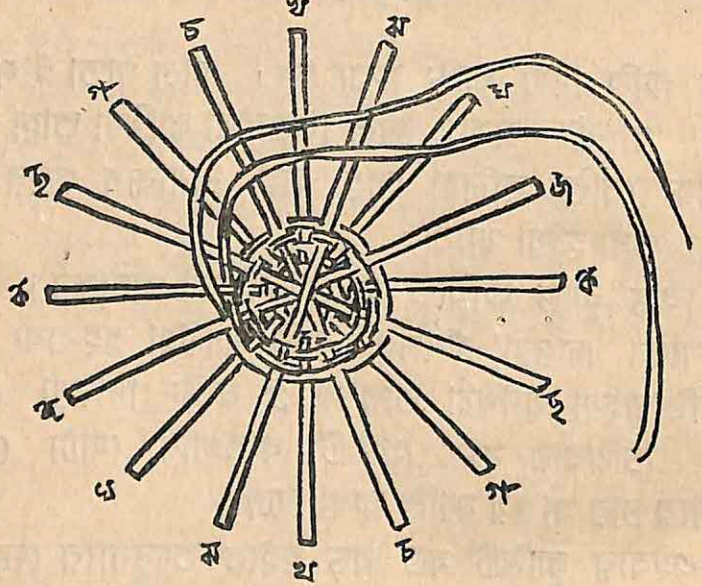
কিন্তু ঝুড়ি করিতে হইলে কঞ্চিরই প্রয়োজন। সরল এবং পাকা 'জাওয়া' বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া দুই-এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তারপর ঐ কঞ্চি চিরিয়া লইতে হইবে। চিরিবার সময় কঞ্চিটি কতখানি মোটা দেখিয়া তদনুসারে চার বা ছয় ফালি করা চলে।

এইবার ঝুড়িটি যত বড় হইবে তদনুসারে দেড় হাত বা দুই হাত লম্বা 'থিউটি' বা 'জাসি' তৈরী করিয়া লইতে হইবে।

জো ঃ একটা দড়ি ধরিয়া মাটিতে বৃত্ত আঁকিয়া লও। এই বৃত্তের ব্যাস ধর দেড় হাত। 'থিউটি'ও দেড় হাত লম্বা করিয়া লইতে হইবে। 'বেতি' হইবে কঞ্চিটির লম্বা অনুসারে দশ-পনর হাত লম্বা। 'থিউটি' হইতেছে ঝুড়িটির ব্যাস, 'বেতি' বলা হয় যে লম্বা কঞ্চির ফালিটিকে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনানী করা হয় তাহাকে। পূর্ব হইতে মাটিতে বৃত্ত করিয়া লইবার উদ্দেশ্য—তাহাতে ঝুড়ির কেন্দ্র ধরা সহজ হয় এবং

থিউটিগুলিও ছোট-বড় হইতে পারে না, ফলে ঝুড়িটি বেশ গোল হয়।

প্রথমে ক, খ, গ, ঘ চার জোড়া 'থিউটি' লও। 'ক' থিউটির উপরে খ, গ ও ঘ এর নীচে দিয়া একটি বেতি ঢুকাইয়া উপরে নীচে করিয়া বুনিয়া যাও। তিন-চার আঙ্গুল

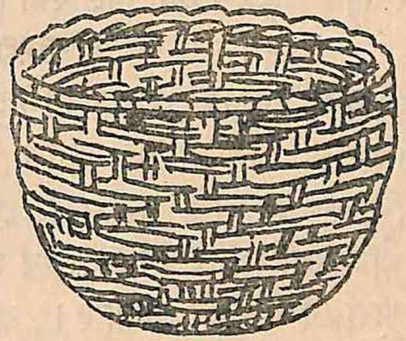


ঝুড়ি বোনার প্রাথমিক প্রণালী

বুনিবার পর থিউটিগুলি উল্টাইয়া দাও। তারপর আরও চার জোড়া থিউটি চ, ছ, জ, ঝ—ঐ পূর্বকার ক, খ, গ, ঘ থিউটির দূরত্ব বা ফাঁকগুলির মধ্যে পুরিয়া দাও।

এইবার ঝুড়ির পিঠের—অর্থাৎ সবুজ দিকটা তোমার তোমার বুকের দিকে রাখিয়া এবং ঝুড়ির খোলটি সম্মুখের দিকে রাখিয়া ঝুড়িটিকে বাম পাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ডান হাতে দুইটি লম্বা বেতি লইয়া থিউটিগুলির সহিত উপর-নীচে করিয়া বুনিয়া যাও।

বুনানী শেষ হইলে একটা বাঁশের বাখারী দিয়া চাক তৈরী করিয়া ঐ ঝুড়ির মুখে গোল করিয়া বাঁধিয়া দাও। মুখের ঐ গোল কাবারীটায় গোটাকয়েক আলগা বাঁধন দিয়া খিউটির উঁচু মাথাগুলি ক্রমান্বয়ে ডানদিকে ভাঙ্গিয়া দড়ি বা বেতের শক্ত বাঁধন দিয়া যাও।


ঝুড়ি

ভাঙ্গা জোর ঝুড়িঃ 'জো' অর্থাৎ প্রারম্ভ-কৌশল। এই 'জো' বুনিবার সময়ে গোড়ার একটি বেতি একসঙ্গে কয়েক আঙ্গুল বুনিবার পর দুটি করিয়া খিউটি তুলিয়া উপর-নীচে ঐ একটি বেতি দিয়া বুনিয়া যাও। ইহাকে ভাঙ্গা জোর ঝুড়ি বলে। এই ঝুড়ি দেখিতে বেশ সুন্দর হয়।

বসা জোর ঝুড়িঃ প্রথম বুনানীর পর তেউড়ী অর্থাৎ তিনটি গোল বেতি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনানী দিয়া আবার উল্টাইয়া খিউটিগুলিকে খাড়া রাখিয়া উপর-নীচ করিয়া বুনিয়া যাও। তারপর 'ঘুটিং' নামক লতা বা বাঁশের বাতা দিয়া মুখের গোল চাকার জায়গায় বাঁধিয়া দাও।

এই নিয়মে লতা বা বেত দিয়াও নানা রকমের ঝুড়ি বোনা যাইতে পারে।

খেজুর পাতার পাটি

খেজুর পাতার মাদুর বা চাটাই পূর্বে গরীব লোকেরাই ব্যবহার করিত। ধান কলাই প্রভৃতি শুকাইতে খেজুর

পাতার মাদুর খুব কাজে লাগে। পাকা খেজুর বা 'ভেলিগুড়' খেজুর পাতার চটে জড়াইয়া চালান দেওয়া হয়।

এখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই এই খেজুর পাতায় তৈরী চাটাইএর ব্যবহার দেখা যাইতেছে। বেশির ভাগ মাদুর আগে পূর্ববঙ্গেই তৈরী হইত। দেশ বিভক্ত হওয়ার পর ওখান হইতে মাদুর আসিতেছে না বলিয়া পশ্চিমবঙ্গে পূর্বে যে মাদুরের মূল্য এক টাকা ছিল এখন সেটির মূল্য চারিটাকা হইয়াছে। কাজেই রেজেষ্ট্রী অফিসের উঠানে কি কোনও আদালতের প্রাঙ্গণে যেখানে দলিল লেখক বা মুহরীরা পূর্বে মাদুর পাতিয়া বসিত, এখন সেখানে খেজুর পাতার চাটাইএর অবাধ প্রচলন হইয়াছে।

কৌশলটা জানা থাকিলে এই চাটাই তৈরী করা খুবই সহজ এবং ইহাতে এক পয়সাও খরচ নাই। পাতাগুলি সরু সরু করিয়া চিরিয়া লইলে উহাদ্বারা নূতন ধরণের উন্নত মাদুরও তৈরী হইতে পারে।

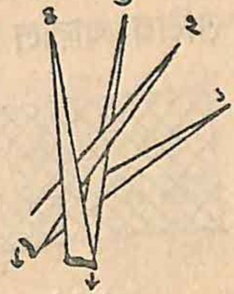
খেজুর গাছ আমাদের দেশে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। উহা হইতে বেশি কচি বা বেশি পাকা নয় এমন পাতাযুক্ত খেজুরের 'ডাটা' কাটিয়া লইয়া পাতাগুলি শুকাইয়া লইতে হইবে। তারপর ঐ 'ডাটা' হইতে পাতাগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া ঐ পাতার প্রত্যেকটিকে দুইভাগ করিয়া এমনভাবে ছিঁড়িতে হইবে যেন উহার গোড়ার দিকটায় দুইটি পাতার সংযোগ থাকে। দুইটি করিয়া পাতা লওয়া হইল।

প্রত্যেকটি পাতা চিরিলে দুইটি পাতায় দুই জোড়া বা চারিটি পাতা হইল। উহার নাম দেওয়া যাইতে পারে ১, ২ এবং

৩, ৪। প্রথম বুনানী (চিত্র, ২)। জো তোলা ঃ ১, ২ পাতা বাঁ-হাতে এবং ৩, ৪ পাতা ডান হাতে ধরিয়া ১ পাতার উপর ৩ পাতা এবং ২ পাতার উপর ৪ পাতা ঢুকাও। তারপর ১ পাতাকে ডান হাত দিয়া ৪ পাতার উপরে তোলো।

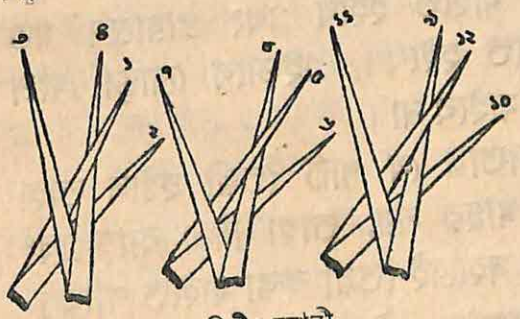


(১) খেজুর পাতা



(২) প্রথম বুনানী

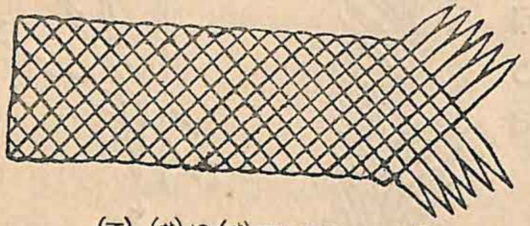
ঠিক এই ভাবে আরও দুই জোড়া পাতার (অর্থাৎ ৫-৮ এবং ৯-১২ পাতার) বুনানী দেওয়া হইল। বুনানীর পর এগুলির অবস্থান হইবে এইরূপ ঃ (ক) ৩, ৪, ১২। (খ) ৭, ৮, ৫, ৬। (গ) ১১, ৯, ১২, ১০। বুনানী সংযোগ ঃ এখন এই (ক), (খ) ও (গ) বুনানী তিনটিকে একসঙ্গে বুনিতে হইবে। (খ) এর ৬কে (ক) এর ২এর নীচে এবং ১এর উপরে তোলো। (খ) এর ৫কে (ক) এর ২এর উপর এর ১এর নীচে তোলো। (গ) এর ১০কে (খ) এর ৭এর নীচে দিয়া ৮এর উপর দিয়া ২এর নীচে দিয়া ১এর উপর তোলো।



দ্বিতীয় বুনানী

৯ কে ৭এর উপর ৮এর নীচে ২এর উপর ১এর নীচে তোলো। এইরূপ বুনানীর সময়ে 'গুছি' বা সংযোজক খেজুর পাতা দিয়া বুনানী ক্রমে বাড়াইতে হইবে।

পাশ-বুনানী ঃ এই বার পাশ-বুনানী—অর্থাৎ পাশের পাতাগুলির ধারাল মুখগুলি ঘুরাইয়া বুনানীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ বুনানীর নিয়ম—বাঁ-হাতে একবার এবং তারপর ডান হাতে একবার। আবার বাঁ-হাতে, তারপর ডান-হাতে পাতাগুলির মুখ বুনানীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হইবে।



(ক), (খ) ও (গ)এর একসঙ্গে বুনানী

বুনানী খণ্ডের সংযোগ ঃ উপরিউক্ত রূপে কতকগুলি বুনানী তৈরী করিয়া সেগুলিকে অন্য খেজুর পাতা দিয়া জুড়িয়া দিতে হইবে। খেজুর পাতা পূর্বের মত চিরিয়া লইয়া দুইটি খণ্ড-বুনানীর মধ্যে একবায় বাম-খণ্ডে, একবার ডান-খণ্ডে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিয়া যাইতে হইবে এবং প্রয়োজন মত 'গুছি' বা সংযোজক দিতে হইবে। এইভাবে জোড়া দিলে জোড়ার মুখ মোটেই বুঝা যাইবে না।

এইভাবে খেজুর পাতার যে পাটি তৈরী হইবে তাহা দিয়া কেবল চাটাই বা মাদুর নয়, তাহা দিয়া ব্যাগ এবং বাজার করার থলে প্রভৃতি সহজেই তৈরী করা যাইতে পারে।

তালপাতার টোকা

আমাদের কুটির-শিল্পের অনেক জিনিষকেই আমরা এতকাল অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফলে ঐসব

শিল্পের কতকগুলি একেবারেই লোপ পাইয়াছে এবং কতকগুলির আজও কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত হয় নাই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'টোকা' বা 'মাথাল' বা 'পেখের' কথা বলা যাইতে পারে। মাথালের নীচে থাকে বাঁশের বাখারির পাতলা ফ্রেম বা কাঠামো। চিত্রের কাঠামো অনুযায়ী প্রথমে এই কাঠামো তৈরী হয়। ঐ কাঠামোর উপর তাল পাতা বিছাইয়া বেতের ফালি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। 'হ্যাট' টুপীতে যেমন একটা চামড়ার দল থাকে এবং সে দলটিকে চিবুকের নীচে লাগাইয়া দেওয়া হয়, মাথালেরও সেইরূপ বেত বা দড়ি দিয়া একটা আঁকড়া করিয়া নেওয়া হয়।

এই মাথালের বিরাট সংস্করণও দেখা যায়। কাশীর গঙ্গার ঘাটে পুরোহিতদের মাথায় যে তালপাতার ছাতা ব্যবহৃত হয় তার বাঁশের হ্যাণ্ডেল বা বাঁট আছে। এগুলি মাথালের বিরাট সংস্করণ বলা যাইতে পারে। মাথালের আকৃতি গোল এবং উপরটা কাছিমের পিঠের মত। পূর্ববঙ্গেই মাথালটা বেশি ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি কাজ করিতে চাষীদের, গরু চরাইতে রাখালদের বা কখনও কখনও মজুরদের মাথায় 'টোকা' ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

এই টোকা গাবের পাকা পাতা, বাঁশের পাতা বা তাল-পাতায় তৈরী হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর বাঁশের বাখারির 'ফ্রেমের' নীচে তালপাতার ছাউনী দিয়া টোকা তৈরী হয়।

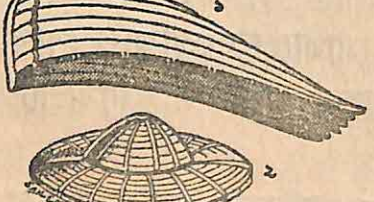
'মাথাল' এবং টোকার মধ্যে পার্থক্য এই যে, টোকার আকৃতি কাছিমের পিঠের মত নয়—এগুলির মধ্যভাগ কতকটা 'ফেল্ট'এর 'ক্যাপের' (টুপির) মত। অবশ্য এর

ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কখনও কখনও টোকার মধ্যভাগটি চূড়ার মত উঁচুও হয়।

টোকা রোদ্র বা বৃষ্টি হইতে কেবল মাথাটাই বাঁচাইতে পারে ; কিন্তু আর এক রকমের টোকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দেহের উপরিভাগটিও বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করা যায়। (চিত্র ২)

চব্বিশ পরগণা ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে এগুলির প্রচলন বেশি। এগুলিকে 'বর্ষাতি' বা কোথায়ও কোথায়ও 'পেখে' বলে। এই জিনিষটি তৈরী করা খুবই সহজ।

কতকগুলি তালপাতাকে লম্বালম্বিভাবে (১ চিত্র) সাজাইয়া নীচের ফ্রেমের সহিত বাঁধিয়া লইতে হইবে। এই ফ্রেম বা কাঠামো বাঁশের পাতলা বাখারি দিয়া তৈরী হয়। বেত দিয়া বাখারির সহিত পাতাগুলিকে আটকাইয়া রাখিতে হইবে। এর জোড় মাথার নিকটে থাকিবে।



একটা তাল গাছের ডোঙ্গার মোটা দিকটায় দুই-চারি হাত রাখিয়া বাকী অংশটা কাটিয়া ফেলিলে ঐ ডোঙ্গাটির যে আকৃতি হয়, বর্ষাতির আকৃতিও কতকটা সেইরূপ। এই বর্ষাতি বৃষ্টির সময়ে মাথা এবং পিঠ দুইই রক্ষা করিতে পারে। যেদিক দিয়া বৃষ্টির ঝাপটা আসে, বর্ষাতি মাথায় দিয়া সেই দিকে পিঠ করিয়া দাঁড়াইলে গায়ে খুব কমই জল লাগিবে।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কোন কোন জায়গায়

'টোকার' উন্নতি হইয়াছে। এগুলির দামও সেইজন্য ভাল-মন্দ অনুসারে সাত আনা হইতে সাত সিকা পর্যন্ত আছে। কিন্ত 'মাথাল' বা 'বর্ষাতির' আজ পর্যন্ত কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই; এগুলি সেই আদিমকালেও যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। অথচ যে সব জিনিষ দিয়া ইহা তৈরী হয় আমাদের দেশে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই!

এগুলির সহিত রেঙ্গুনের 'প্যারাসোল' ছাতার তুলনা করিলে দেখা যাইবে—সেক্ষেত্রেও প্রায় ঐ সব আসবাবের উপরই 'পার্চমেণ্ট' কাগজ ও সুন্দর রং চং ব্যবহার করিয়া তাহাদের জাতি জগদ্বিখ্যাত করিয়া তোলা হইয়াছে!

শীতল-পাটি

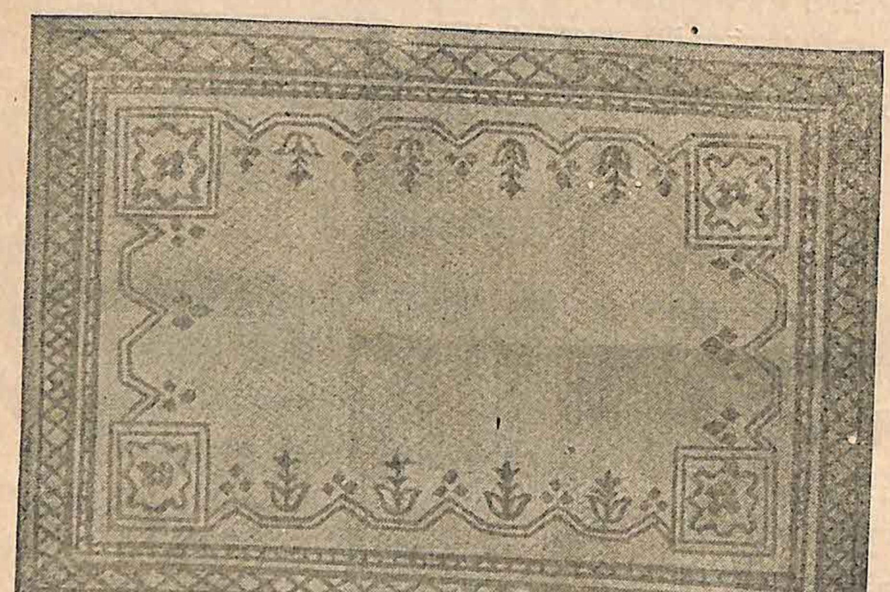
দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে অন্যান্য অনেক কুটির শিল্পের ন্যায় শীতল-পাটি শিল্পেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে উন্নত ধরণের সুন্দর শীতল-পাটি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ শীতল-পাটি প্রস্তুত করিবার উপকরণ 'মোত্রা' গাছ পশ্চিম বঙ্গে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে চারিপ্রকারের পাটি জাতীয় জিনিষ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। খেজুর পাতার পাটি, মাদুর বা 'সন্', কাঠির পাটি এবং শীতল পাটি।

খেজুর পাতার পাটি চাষীরা শস্যাদি শুকাইতে বা নিজেদের শয্যাসন হিসাবেও কখনও কখনও ব্যবহার করে। এই পাটি খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় না, রৌদ্র ও জলে শীঘ্রই নষ্ট

হইয়া যায় এবং শয্যা হিসাবে ইহার ব্যবহারও খুব আরাম দায়ক নয়।

কাঠির পাটি, মাদুর এবং শীতল-পাটি এই তিনটিই আমাদের দেশের গৃহস্থরা বেশি ব্যবহার করেন; কিন্তু দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বঙ্গে এই সকল পাটি দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ঢাকা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও খুলনা-বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে প্রচুর মাদুর তৈরি হইত।



মেদিনীপুরের নক্সা শোভিত মছলন্দি

কাঠির পাটি মেদিনীপুর জেলাতেই বেশি তৈরি হয়। এখানকার সবং, পিংলা, ময়না ও ডেবরা প্রভৃতি স্থান কাঠির মাদুরের জন্য বিখ্যাত। বর্ষাকালে এখানে 'মনসা কাঠি' নামে একপ্রকার উদ্ভিদ জন্মে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে

এই গাছের ফুল হয় এবং ফুল হওয়ার পরই গাছ পাকিয়া যায়। এই সময়ে গাছগুলিকে কাটিয়া সরু এবং লম্বা ফালি দিয়া চিরিয়া লইতে হয়। তারপর রৌদ্রে শুকাইয়া ঐ কাঠিগুলিকে সরু দড়ি দিয়া বুনিয়া লইতে হয়। সরু সরু এবং উৎকৃষ্ট কাঠি দিয়া 'মছলন্দি' তৈরি হয়। দড়ির পরিবর্তে ইহাতে শক্ত সূতা বা রেশমের বুনানী দিয়া থাকে। মেদিনীপুর জেলার রঘুনাথবাড়ী অঞ্চলের মছলন্দ উৎকৃষ্ট। উহাতে নাম এবং বিভিন্ন সৌন্দর্য্যপূর্ণ নক্সা বোনা হয়। কলিকাতা হইতে বেহালা-বিষ্ণুপুর দিয়া ডায়মণ্ডহারবার যাইবার রাস্তার ধারে ধারে জলা জমিতে পাটির গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এই গাছকে 'মোত্রা' বলে। এই গাছগুলি তিন হাত-সাড়ে তিন হাত লম্বা হইয়া থাকে। গাছগুলি জল-পূর্ণ লম্বা। সরু ফালি দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে বেশ হালকা ও নরম হয়।

শীতল পাটি যাহারা তৈরি করে তাহাদের 'পাত্তে' বলে। পূর্ববঙ্গের কোথায়ও বা ইহাদের 'পাইট্যা' 'পাইট্যাল', বা পাটিয়াল বলা হয়। এক প্রকার বিশেষ ছোট গাছের বাকলের ফালি হইতে শীতল-পাটি তৈরি হয়। ঐ গাছগুলি পাঁচ-ছয় হাত পর্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। এই গাছ জলে মরে না এবং ছায়া-ঢাকা জায়গায় এই গাছ ভাল হয়। বেশি রৌদ্র লাগিলে এই গাছের রং লালচে হইয়া উঠে, তখন ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ধরণের শীতল-পাটি তৈরি করা যায় না; কারণ শীতল-পাটি যত বেশি সাদা এবং নরম হইবে ততই উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই গাছ কাটিয়া লইয়া ইহার সরল অংশকে প্রয়োজন মত চার-পাঁচ খণ্ডে লম্বা

ফালি দিয়া লইতে হয়। এইরূপ ফালি দিতে বা 'বেতি' তুলিতে একরকম খুব ধারাল বিশেষ ধরণের বঁটি ব্যবহৃত হয়।

ফালিগুলির 'বুকো' অর্থাৎ ভিতরের অসার অংশ তুলিয়া ফেলিয়া প্রয়োজন অনুসারে বেতের মত এক একটি ফালিকে আবার তিন-চারিটি লম্বা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নেওয়া চলে।

ঐ খণ্ডিত ফালি হইতে আবার অসার অংশটি ফেলিয়া দিয়া উপরের সবুজ ছালটি তুলিয়া লইতে হয়। শেষোক্ত অসার অংশের ফালিগুলিকে 'ছোটা' বলে। মুদির দোকানে পোটলা বাঁধিবার দড়ি হিসাবে পূর্বে এই ছোটার বহুল প্রচলন ছিল।

'বেতি' অর্থাৎ গাছের ঐ সবুজ ছালটি তুলিয়া লওয়া হইলে ঐগুলিকে একসঙ্গে আঁটি বাঁধিয়া গোলাকার করিয়া লইয়া একটি হাঁড়িতে তেঁতুল ও চাল-ধোওয়া জল দিয়া দুই-তিন দিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়। হাঁড়ির এই জলকে প্রচলিত ভাষায় 'কাজির জল' বলে। ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়াইলে বা সর্দিগর্মি হইলে এই 'কাজির জল' ব্যবহারে খুব উপকার পাওয়া যায় বলিয়া 'পাত্তেরা' মনে করে।

এইভাবে কাজির জলের মধ্যে বেতিগুলিকে রাখার পর ঐগুলিকে আবার আর একটি হাঁড়িতে রাখিয়া দুই-এক ঘণ্টা জ্বাল দিয়া লওয়া দরকার। এই সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন কম বা বেশি জ্বাল না হয়। জ্বাল বেশি হইলে পাটির বেতি লাল হইয়া যাইবে এবং জ্বাল কম হইলে বেতি গুলিকে কালচে মত দেখাইবে। ইহার পর ঐ বেতিগুলি

জলে ধুইয়া রোদ্রে শুকান প্রয়োজন। এইরূপ শুকান বেতি দিয়াই শীতল পাটি তৈরি হয়।

শীতল-পাটির গাছ কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া বেতি তৈরি পর্যন্ত সমস্ত কাজ পুরুষেরাই করে; কিন্তু শীতল-পাটি বুনে মেয়েরা। পাটির বিশেষত্ব বুনানীর উপরই নির্ভর করে। ঢাকা জেলার টঙ্গীবাড়ী, সিরাজদিয়া, বরিশালের ঝালকাঠি ও হেলেঞ্চা, কুমিল্লা এবং ফরিদপুরের কোন কোন অংশে এতকাল শীতল-পাটি তৈরি হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে এই শীতল-পাটি শিল্পের প্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

শেষ

॥ ওরিয়েন্টের বয়স্ক শিক্ষা পুস্তকমালা ॥

বড়দের পড়া-এক। অনাথনাথ বসু। আট আনা ॥
বড়দের পড়া-দুই। অনাথনাথ বসু। আট আনা ॥
বড়দের গল্প-এক। শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী। আট আনা ॥
তৈরী করা কঠিন নয়। ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। এক টাকা
কাঠের কাজ। ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। এক টাকা ॥
লৌহ-শিল্পীর কাজ। ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। এক টাকা ॥
সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান-১ম। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। বারো আনা ॥
সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান-২য়। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। এক টাকা ॥
স্বাধীন ভারতের শাসন-পদ্ধতি। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। চৌদ্দ আনা ॥

॥ ওরিয়েন্টের শিক্ষানীতির বই ॥

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ। অনাথনাথ বসু। এক টাকা ॥
জনশিক্ষার কথা। নিখিলরঞ্জন রায় ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়। আড়াই টাকা ॥
সমাজ ও শিশুশিক্ষা। প্রতিভা গুপ্ত। পাঁচ টাকা ॥
সমাজ শিক্ষার ভূমিকা। নিখিল রঞ্জন রায়। আড়াই টাকা ॥
নূতন শিক্ষা। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। দুই টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষা। বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। দুই টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি। বিজয়কুমার ও সাধনা। দুই টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ১ম। অনিল মোহন গুপ্ত। দুই টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ২য়। অনিল মোহন গুপ্ত। তিন টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ১ম। অনিল মোহন গুপ্ত। দুই টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন। অনিল মোহন গুপ্ত। তিন টাকা ॥
নয়া শিক্ষা। ফণিভূষণ বিশ্বাস। তিন টাকা বারো আনা ॥

॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ॥ কলিকাতা ১২ ॥